ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

হঠাৎ সালমানের ছবির গানে স্মৃতিকাতর প্রিয়াঙ্কা

পৃঃ ৫

এবার অধিনায়ক হয়ে ছক্কার রেকর্ড গড়লেন রোহিত

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২১৭ ● কলকাতা ● ২৪ শ্রাবণ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ০৯ আগস্ট, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার শপথ নিয়েছেন

গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীরা

ঢাকা: নিউজ সারাদিন : শেখ হাসিনাকে 'দেশ ত্যাগে বাধ্য করায়'তাঁর দলের মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় নেতা-কর্মীরা কোনও প্রতিবাদ না জানালেও তাঁর ও তাঁর বাবা 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান গোপালগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন আওয়ামি লিগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার শপথ নিয়েছেন গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীরা।মিছিলে নেতা-কর্মীরা 'শেখ হাসিনার ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই','শেখ হাসিনার কিছু হলে, জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে','একাত্তরের রাজাকার, এই মুহূর্তে বাংলা ছাড়','জামাত-শিবির রাজাকার, এই মুহূর্তে বাংলা ছাড়'সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন। মিছিলে অংশ নেওয়া নেতা-কর্মীদের হাতে টেঁটা, রামদা, চায়নিজ কুড়াল, ঢাল, বাঁশের লাঠি, লোহার রড, লোহার পাইপ দেখা যায়। সমাবেশে জি এম সাহাব উদ্দিন যেকোনো পরিস্থিতি সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য নেতা-কর্মীসহ জেলাবাসীকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বিএনপি-জামাত দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি ও লুটতরাজ করে দেশকে পাকিস্তান বানাতে চায়। বাংলাদেশে সন্ত্রাসী রাজত্ব কায়েম করা জামাত-বিএনপির একমাত্র লক্ষ্য। বুধবার দুপুরে রাজধানী ঢাকা থেকে ১৮০ কিলোমিটার দূরের জেলা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সের বেদিতে দাঁড়িয়ে তাঁরা এ শপথ নেন। শপথবাক্য পাঠ করান জেলা আওয়ামি লিগের সভাপতি মাহবুব আলি খান। শপথবাক্যে বলা হয়, শেখ হাসিনার ওপর ঘটে যাওয়া সব ধরণের অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবেন তাঁরা। এর আগে নেতাকর্মীরা সমাধি

এরপর ৩ পাতায়

বৃহস্পতিবার রাতে বাংলাদেশে

শপথ নিতে চলেছে নোবেল জয়ী মহঃ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রগুলি আপাতত বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেছে। সোমবার প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছাড়ার পরেও বাংলাদেশে হিংসা অব্যাহত রয়েছে। ভারত সরকারের তরফে জানানো হয়েছে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।বুধবার আমেরিকা আশা প্রকাশ করেছে, মহঃ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেসে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করবে। মার্কিন বিদেশ দফতরের মুখপাত্র ডেভিড মিলার বলেছেন, তারা মনে করেন অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কয়েকদিন হিংসার পরে বৃহস্পতিবার দিনের শুরুতে ঢাকার পরিস্থিতি কিছুটা হলেও শান্ত ছিল। ছাত্রদের যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে ও রাস্তা পরিষ্কার করতে দেখা যায়। এদিকে সরকারি তরফে বৃহস্পতিবার সন্ধের মধ্যে কর্মীদের নিজ নিজ দায়িত্ব ফিরতে অনুরোধ করেছে। জানানো হয়েছে অস্থিতিশীল

এরপর ৪ পাতায়

এক যুগের বাম জমানার অবসান হলো

প্রয়াত হন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরে বাম শাসনের দ্বিতীয় এবং শেষ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তার নিজ বাসভবন পাম এভিনিউয়ের বাড়িতে বৃহস্পতিবার সকাল ৮:২০ মিনিট নাগদ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর রেখে গেলেন এক সন্তান এবং তার স্ত্রীকে। ৩৪ বছরের বাম শাসনকালে ২০০০ সাল থেকে ২০১১ টানা ১১ বছর পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার নিয়েছিলেন।তার সন্তান সুচেতন ভট্টাচার্য জানান বুদ্ধবাবু সকালে প্রাত:রাশ করেছিলেন,তার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে প্রয়াণ ঘটে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একজন আদর্শ কমিউনিস্ট হিসাবে জীবনযাপন করতেন। তাঁর লেখা এবং পাণ্ডিত্য নিয়ে কোনও প্রশ্ন ছিল না। তাঁর একাধিক বই আছে। তবে দীর্ঘদিন ধরেই গুরুতর শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন বুদ্ধবাবু। অসুস্থতার কারণে শেষ কয়েক বছর গৃহবন্দিই ছিলেন। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রবল শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর খোঁজ রাখতেন। বুদ্ধবাবুর স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ক্ষমতা চলে

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কবিতা সংকলন

দ্বীপ প্রয়াস

সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার

সহ-সম্পাদক : নিবেদিতা শেঠ

Phone : 9163761670 /9564382031

কবিতা, গল্প ও অনুগল্প সংকলন

অনুগল্প ও গল্পের জন্য
ফোনে কথা বলে নেবেন
নিয়ম ও কারণ জানার জন্য।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

শিশু কিশোর আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (প্রেসিডেন্সি বিভাগ)

আগামী ২৪ ও ২৫ আগস্ট '২৪ হাওড়া, উঃ ২৪ পরগনা, দঃ ২৪ পরগনা, নদিয়া এবং কলকাতার ছোটোদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

২৪ এবং ২৫ আগস্ট প্রেসিডেন্সি বিভাগের উল্লিখিত জেলাগুলির জন্য এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার সময়সহ বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদনপত্র সংগ্রহের জন্য দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (প্রতি ক্ষেত্রে শনি, রবি ও অন্য ছুটির দিন বাদে) কলকাতায় শিশু কিশোর আকাদেমির কার্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট ২০২৪।

প্রতিযোগিতার বিষয়: 'ক' বিভাগ (৫ থেকে ১০+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি। 'খ' বিভাগ (১১ থেকে ১৬+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা। এই প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে শংসাপত্র দেওয়া হবে। এবং এই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই আসন্ন 'পঞ্চদশ রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব'-এ অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বিঃ দ্রঃ- আসন্ন রাজ্য শিশু কিশোর উৎসবে দলগত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য (গান, নাচ, আবৃত্তি, বৃন্দবাদন ইত্যাদি) এবং একক যন্ত্রবাদন, মূকাভিনয়, ম্যাজিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের জন্য পেন ড্রাইভ/ডিভিডিসহ (অফেরতযোগ্য) সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করতে হবে। দলগত অনুষ্ঠানে দলের লেটারহেডেএবং অন্যান্য একক অনুষ্ঠানের জন্য সাদা কাগজে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের নামে চিঠি জমা দিতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই পেন ড্রাইভ/ডিভিডি (অফেরতযোগ্য) দপ্তরে জমা দিতে হবে।

প্রতিযোগিতার স্থান: উত্তীর্ণ, আলিপুর। সময়: ২৪ আগস্ট সকাল ১০ টা থেকে 'ক' বিভাগ এবং ২৫ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে 'খ' বিভাগ

শিশু কিশোর আকাদেমি। উত্তীর্ণ, দ্বিতীয় তল। ১এ, রিফর্মেটারি স্ট্রিট, আলিপুর, কলকাতা:২৭ফোন: ০৩৩ ২২২৩ ৬২১০ ই-মেল: skakademi@gmail.com

কুড়ি লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার অপরাধে

সিবিআই এর সাথে গ্রেফতার এক ইডি অফিসার

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের আগে হোক বা পরে, ইডি, সিবিআই (CBI)-এর তল্লাশি অভিযান ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে দেশ। কিন্তু এবার সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হলেন খোদ এক ইডি (ED) আধিকারিক। তাও কিনা আবার ঘুষ মামলায়।জানা গিয়েছে, দিল্লিতে ২০ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের এক অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকে গ্রেফতার করল সিবিআই।ধৃত ইডি আধিকারিকের নাম সন্দীপ সিং যাদব। অভিযোগ, ইডির মামলায় রেহাই পাওয়ার বিনিময়ে এক জহুরির ছেলের কাছ থেকে ঘুষ নিচ্ছিলেন তিনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে সিবিআইয়ের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, দিল্লির লাজপত নগর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ইডি আধিকারিককে। সিবিআই অভিযোগ পায় এবং তার ভিত্তিতে একটি ফাঁদ পাতা হয় এবং ঘুষ নেওয়ার সময় ইডি অফিসার হাতেনাতে ধরা পড়েন। সিবিআই এই মামলায় এফআইআর দায়ের করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, এটাই প্রথমবার নয়। গত ২০২৩ সালের আগস্টে, দিল্লি মদ কেলেঙ্কারি মামলায় দিল্লির ব্যবসায়ী আমন ডালকে বাঁচাতে ৫ কোটি টাকা ঘুষ গ্রহণের জন্য সিবিআই ইডির একজন সহকারী পরিচালক এবং আরও ছয় কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করেছিল।

সিবিআইয়ের দাবি, মুম্বইয়ে ইডি একটি অভিযান চালিয়েছিল এবং অভিযুক্ত ব্যবসায়ীকে ফাঁসানোর হুমকি দিয়ে তার কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এফআইআর দায়ের করে ফাঁদ পাতা এবং গ্রেফতার করা হয়। সন্দীপ সিং যাদব, যিনি এর আগে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডিরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি) এর সাথে কাজ করেছিলেন, গত বছরের মে মাসে ইডিতে সহকারী পরিচালক নিযুক্ত হন।

ভিনেশ তুমি হারোনি তোমাকে হারানো হয়েছে - বললেন বজরং পুনিয়া

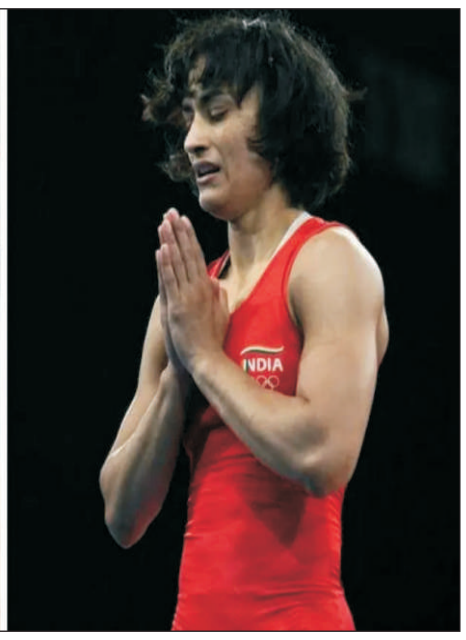

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের মহিলা কুস্তিগীর ভিনেশ ফোগাট বৃহস্পতিবার অবসর গ্রহণ ঘোষণা করলেন। প্যারিস অলিম্পিকে ৫০ কেজি বিভাগে ফাইনালে উঠলেও ওজন বেড়ে যাওয়ার জন্য তিনি বাতিল হয়ে যান প্রতিযোগিতা থেকে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই মর্মাহত ভিনেশ সমাজ মাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান। এই ঘটনার পরেই প্রাক্তন ভারতীয় অলিম্পিয়ান বজরং পুনিয়ার মন্তব্য বিতর্কের ঝড় তুলেছে। বজরং বলেন, "ভিনেশ আপ হারে নেহি হারায়া গেয়া হ্যাঁ। (তুমি হারোনি তোমাকে হারানো হয়েছে)। তুমি আমাদের কাছে সব সময় একজন বিশ্বজয়ী খেলোয়াড় তুমি শুধু ভারতের কন্যা নয় তুমি দেশের গর্ব।"

বজরং পুনির এই বক্তব্য সমাজ মাধ্যমে প্রকাশিত হয় ভিনেশের টুইটারে বক্তব্য রাখার পর যেখানে তিনি বলেছেন, "আমার মাতৃসম কুস্তির কাছে আমি হেরে গেলাম আমায় ক্ষমা কর, আমার স্বপ্ন, আমার মানসিক দৃঢ়তা সব নষ্ট হয়ে গেছে। আমার আর শরীরে কোন শক্তি নেই। ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। কুস্তির ২০০১ - ২০২৪ আমি কোনদিনও ভুলবো না।" ভিনেশ বুধবার কোর্ট অফ আরবিট্রেশন অফ স্পোর্টসে (সিএএস) আবেদন করেছিলেন তাকে যুগ্মভাবে রৌপ্য পদক দেওয়ার জন্য। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিচালন সমিতি, ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিং (ইউ ডব্লিউ ডব্লিউ) জানিয়ে দেন নিয়ম পরিবর্তন সম্ভব নয়। বুধবার, পি টি উষার সঙ্গে সাক্ষাতের পর, একটি বার্তায় ইউ ডব্লিউ ডব্লিউ প্রেসিডেন্ট নিনাদ লালোভিক বলেন, "আইওএ প্রস্তাব রেখেছে একজন কুস্তিগীরের প্রতিযোগিতা শুরুর দিনে ওজন যদি ঠিক থাকে তাহলে তাকে আর বহিষ্কৃত করা উচিত নয়। ইউ ডব্লিউ ডব্লিউ প্রেসিডেন্ট এই ঘটনায় ব্যথিত। সংস্থার তরফে নিশ্চয়ই এই প্রস্তাব নিয়ে সঠিক জায়গায় আলোচনা হবে তবে ঠিক এখনই নিজে থেকে আমরা কোন নতুন নিয়ম চালু করতে পারি না।"ভিনেশ যিনি প্রথম মহিলা কুস্তিগির হিসেবে অলিম্পিক ফাইনালে উঠে ইতিহাস রচনা করেছিলেন তিনি গত বছর কুস্তি ফেডারেশনের প্রধান ব্রিজভূষণ স্মরণ সিংর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে যুক্ত ছিলেন। ভিনেশ সবসময় ৫৩ কেজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন কিন্তু অলিম্পিক শুরু হবার কয়েক মাস আগে উনাকে বাধ্য করা হয় ৫০ কেজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কারণ প্যারিস গামী ভারতীয় কুস্তি দলে ৫৩ কেজি বিভাগে অন্তিম পাঙ্গাল আগেই নির্বাচিত হয়ে গেছিলেন।

গৌরবময় রাজনৈতিক অভিযান শেষ করলেন

শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

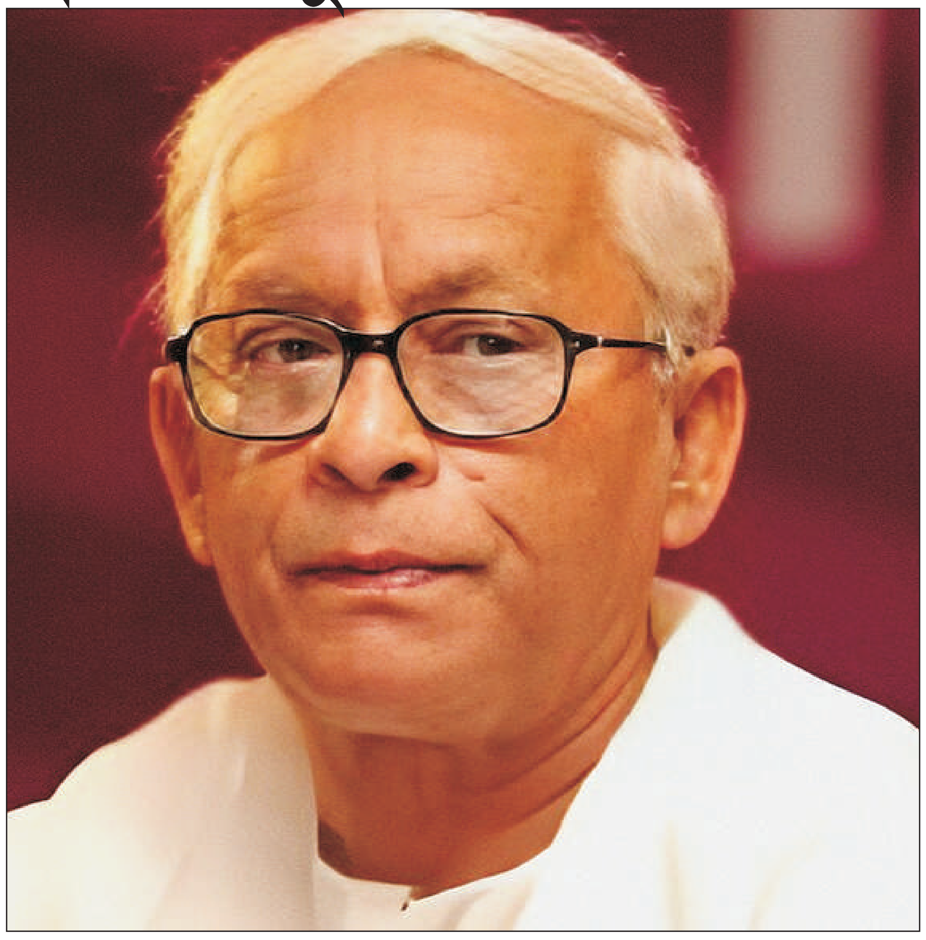

।শ্যামল বণিক : নিউজ সারাদিন : ১৯৪৪ সালের ১ লা মার্চ কলকাতায় জন্মগ্রহন করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য।

১৯৬৬ সালে CPI(M) দলে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে DYFI এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক হন। ১৯৮১ সাল পয্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন। ১৯৭২ সালে CPI(M) এর রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৮২ সালে CPI(M) এর সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৮৫ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির অমন্ত্রিত সদস্য হয়েছিলেন। ২০০2 সাল থেকে ২০১৫ সাল পয্যন্ত পলিটব্রুরোর সদস্য ছিলেন। বুদ্ধ বাবু ১৯৭৭ সালে প্রথম কাশীপুর থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের তথ্য ও সাংস্কৃতি দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রী দ্বায়িত্ব সামলেছেন। ১৯৮২ সালে কাশীপুর কেন্দ্র থেকে সামান্য ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। ২৯৮৭ সাল থেকে টানা ২০০৬ সাল পয্যন্ত যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯৬ সাল পয্যন্ত তথ্য ও সাংস্কৃতি, নগরউন্নয়ন, পৌর বিষয়ক পূর্ণ মন্ত্রী হিসাবে দ্বায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সাল স্বরাষ্ট্র এবং পাহার বিষয়ক দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন। ১২ ই জানুয়ারী ১৯৯৯ থেকে ৫ ই নভেম্বর ২০০০ পয্যন্ত রাজ্যের তৃতীয় উপ-মূখ্যমন্ত্রী হিসাবে দ্বায়িত্ব সামলেছেন। ৬ ই নভেম্বর ২০০০ সাল থেকে ১৩ ই মে ২০১১ সাল পয্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন। বুদ্ধ বাবু, ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পয্যন্ত মোট আট বার নির্বাচনে প্রতিদ্ধন্দিতা করেছিলেন এবং ৬ বার জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৮২ সালে কাশীপুরে এবং ২০১১ সালে যাদবপুরে পরাজিত হয়েছিলেন। একদা বামফ্রন্ট সরকারের মূখ্য সচিব শ্রী মনীষ গুপ্ত-র কাছে মাত্র ১৬,৬৮৪ ভোটে যাদবপুর কেন্দ্রে পরাজিত হতে হয়েছিল। বুদ্ধ বাবু মূখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিন-তিনটি নির্বাচনের মোকাবেলা করেছিলেন। ২০০১ সালে ১৯৯ টি আসনে, ২০০৬ সালে ২৩৫ টি আসনে এবং ২০১১ সালে মাত্র ৬২ টি আসনে বামফ্রন্টের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছিলেন। বুদ্ধ বাবুর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে যেমন শুভ্র পোষাক পরিধান করতেন, তেমনি ওনার ব্যাক্তি জীবনও শুভ্র। কোন প্রকার দূর্ণীতির অভিযোগ কেউ কোন দিন করতে পারেন নাই, বরঞ্চ বুদ্ধ বাবু চোরেদের মন্ত্রী সভায় থাকবেন না বলে মন্ত্রীত্বে ই মস্তফা দিয়েছিলেন। বুদ্ধ বাবু সাংস্কৃতিক মনস্ক ছিলেন বলেই, পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্টি,সভ্যতা এবং সাংস্কৃতি কে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। শিল্পপতির সন্ধানে বিদেশ ভ্রমনে না গিয়েও এঞঅএঞঅ গোষ্ঠীকে শিল্প স্থাপনে রাজী করিয়েছিলেন। পেসিডেন্সি কলেজের মেধাবী ছাত্র বুদ্ধ বাবু দেশ-বিদেশের বই পড়তেন এবং বেশ কিছু বইও লিখেছেন। ১৯৬৬ সাল থেকে ২০১৫ সাল পয্যন্ত সক্রিয় ভাবে রাজনীতি করেছেন। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ এবং ১৯৮৭ থেকে ২০১১ পয্যন্ত কখনো পূর্ণ মন্ত্রী, কখনো উপ-মূখ্যমন্ত্রী এবং প্রায় ১১ বছর মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন। শেষ জীবন পয্যন্ত নিজের জন্য বাড়ী বা ফ্লাট কিনতে পারেন নাই। বর্তমান রাজনৈতিক পরিমন্ডলে যেখানে দূর্ণীতির প্রতিযোগিতা চলছে , সেখানে বুদ্ধ বাবু একটি ব্যাতিক্রমী চরিত্র। বুদ্ধ বাবু, শোষিত, বঞ্চিত এবং অত্যাচারিতদের মুক্তির জন্য নিবেদিত ছিলেন। শেষ বয়সে সেটার প্রমাণ দিয়েছেন, ২০২২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা মনোনীত ভারতবর্ষের তৃতীয় সর্বোচ্চ সন্মান পদ্মভুষন গ্রহনে আগ্রহী না হয়ে। আমি চিরদিনের বামবিরোধী এবং জাতীয়তা বোধ সম্পন্ন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে, আজ ৮ ই আগষ্ট '২০২৪ শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য এর প্রয়াণে ভারাক্রান্ত মনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে কলম ধরতে পেরে গর্বিত। ওনার আত্মার সদগতি কামনা করছি।

অশান্ত বাংলাদেশে রয়ে গেলেন ভারতীয় দূতাবাসের অফিসার,

কূটনীতিকরা! ঘরে ফিরছে তাঁদের পরিবার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত কয়েক দিনে বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছে গোটা বিশ্ব। প্রতিনিয়ত হিংসা, মৃত্যুর মিছিলে ক্লান্ত সেদেশ। কোটা বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের বিক্ষোভ শেষে সেদেশে হাসিনা সরকারকে উচ্ছেদ করতে তৎপর হয়। এরপর সদ্য, সদেশ ছেড়ে পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ভারতে এসেছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ চিন নাকি আমেরিকার হাতে থাকবে, সেই দড়ি টানাটানির বলি হয়েছে হাসিনা সরকার। এই নিয়ন্ত্রণের লড়াইতেই হাসিনাকে দেশ ছেড়ে যেতে হয়েছে বলেও দাবি রিপোর্টের। এদিকে, সদ্য আমেরিকা তার বক্তব্যে জানিয়েছে, 'আমরা মনে করি অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।' তাঁরা মহম্মদ ইউনুসের সঙ্গে কাজ করতেও আগ্রহী বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস।হাসিনার ভারতের আশ্রয়ে থাকাকালীন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে ভারতীয় দূতাবাসের নিরাপত্তার দিকে কড়া নজর রাখছে দিল্লি। এই পরিস্থিতিতে ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের কূটনীতিবিদদের পরিবার সহ বেশ কিছু আবশ্যক নন, এমন স্টাফকে দেশে ফিরছে ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস।জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশের ঢাকায় যেমন ভারতীয় দূতাবাস কাজ করছে, সেভাবেই স্বাভাবিক ছন্দে চলবে কাজ। এদিকে, বহু রিপোর্টের দাবি, আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের গঠন হতে চলেছে। সরকারের নেতৃত্বে থাকবেন নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুস। এই অন্তর্বর্তী সরকারে কারা থাকছেন, তা নিয়ে স্পষ্ট তথ্য সামনে না এলেও, জানা যাচ্ছে, ১৫ জনের একটি নামের তালিকা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে। মহম্মদ ইউনুসের সরকারকে সাহায্য করতে চলেছে সেনা, বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের সেনা প্রধান ওয়াকার উজ জমান। বিএনপির একটি সূত্রের দাবি, ছাত্র আন্দোলনের নেতারা বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে দেখা করে তালিকার বিষয়ে কথা বলেছেন। উল্লেখ্য, বিএনপির ক্ষমতাধীন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে তেমন সখ্যতা দিল্লির ক্ষেত্রে দেখা যায়নিস যতটা আওয়ামি লিগের বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ভারতের ছিল। তবে বিএনপির তরফে একেএন ওয়াহিদুজ্জমান বলছেন, 'আমরা ভারতের সঙ্গে সুষ্ঠ সম্পর্ক চাইছি।' এই ওয়াহিদুজ্জমান বর্তমানে নির্বাসিত অবস্থায় রয়েছেন মালয়েশিয়ায়। যাঁর সঙ্গে লন্ডন নিবাসী রেহমানের সম্পর্ক ভালো। এই রেহমানই হলেন, বিএনপির নেত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র। যিনি খুব শিগগির বাংলাদেশে আসতে চলেছেন বলে খবর।

প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় এলপিজি সংযোগ

নতুন দিল্লি, ৮ আগস্ট ২০২৪ : স্টাফ রিপোর্টার : প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা (পিএমইউওয়াই) ২০১৬ সালের পয়লা মে চালু হয়েছিল। দেশের দরিদ্র শ্রেণীর মহিলাদের জমা বিহীন এলপিজি সংযোগ দেওয়ার জন্য এই প্রকল্প চালু করা হয়। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রকল্পে ৮ কোটি এলপিজি সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। ২০২১ সালের আগস্ট মাসে দ্বিতীয় দফার জন্য পিএমইউওয়াই-এর আওতায় উজ্জ্বলা ২.০ প্রকল্পের সূচনা হয়। ২০২৩-এর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই প্রকল্পে ১.৬০ কোটি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ২০২৪-এর ৮ জুলাই পর্যন্ত সরকার অতিরিক্ত ৭৫ লক্ষ গ্যাস সংযোগ দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় ২০২৪ সালের পয়লা জুলাই পর্যন্ত মোট ১০ কোটি ৩৩ লক্ষ এলপিজি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। দেশে এলপিজি সংযোগ বাড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার প্রচারের মতো নানা অভিযান নেওয়া হয়েছে। উপভোক্তারা যাতে গ্যাস সংযোগ নেওয়ার জন্য নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন মেলা ও শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। লাগানো হচ্ছে হোর্ডিং। রেডিও জিঙ্গেল ও অন্যান্য মাধ্যমেও প্রচার চালানো হচ্ছে। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার আওতায় গ্রাহকদের সুবিধার্থে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় গ্যাস সংযোগ পেতে ব্যাঙ্কের খাতা ও আধার নম্বরের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় অনলাইনে আবেদনের জন্য www.pmuy.gov.in ওয়েবসাইটে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানান পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রী সুরেশ গোপী।

তন্তুবায় পরিষেবা কেন্দ্র দশম জাতীয় হস্তচালিত তাঁত দিবস যথাযথভাবে উদযাপন করেছে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের ডেভেলপমেন্ট কমিশনার (হস্তচালিত তাঁত) দপ্তরের আওতায় তন্তুবায় পরিষেবা কেন্দ্রে আজ দশম জাতীয় হস্তচালিত তাঁত দিবস যথাযথভাবে উদযাপন করেছে। এই উপলক্ষে হস্তচালিত তাঁতজাত পণ্যের গুরুত্ব তুলে ধরতে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন তন্তুজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী রবীন্দ্রনাথ রায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বস্ত্র (হস্তচালিত তাঁত) বিভাগের অধিকর্তা, রাজ্যের বিশিষ্ট তাঁত শিল্পী ও পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত শ্রী বীরেন বসাক, তন্তুবায় পরিষেবা কেন্দ্রের উপ-অধিকর্তা শ্রী লক্ষণ চন্দ্র বসাক, জাতীয় হস্তচালিত তাঁত উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেডের ম্যানেজার (কর্মাসিয়াল) ও আঞ্চলিক আধিকারিক পার্থ দাস এবং কলকাতা বেলেঘাটা পরিধান গারমেন্ট পার্কের বস্ত্র, ফ্যাশন ও ডিজাইনিং-এ পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের হস্তচালিত তাঁতের ওপর বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে তথ্য প্রচার করা হয় এবং ক্যুইজ/অঙ্কন প্রতিযোগিতা, হস্তচালিত তাঁত বোনা সরাসরি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও হস্তচালিত তাঁত পণ্যের ওপর স্বল্পদৈর্ঘের একটি ছবিও প্রদর্শিত হয়। ১৯০৫ সালে ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে স্বদেশী আন্দোলন সূচনার ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে এবং আমাদের হস্তচালিত তাঁতের ঐতিহ্য উদযাপনে তাঁত ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত কারিগর ও তন্তুবায়দের আজ সম্মানিত করা হয়। হস্তচালিত তাঁতশিল্প গ্রামীণ এবং মফস্বল এলাকার জীবিকার একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। ৩৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত, যার মধ্যে ২৫ লক্ষেরও বেশি মহিলা রয়েছেন। তাই এই ক্ষেত্রটি মহিলাদের আর্থিকভাবে ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বস্ত্র মন্ত্রক সারা দেশে হস্তচালিত তাঁত ক্ষেত্রের উন্নয়নে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ২০২৪-এর ২৮ জুলাই মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এ হস্তচালিত তাঁত ক্ষেত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য অর্থনীতির উন্নয়নের কথা বলেছিলেন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফ্যাশনের চাহিদা পূরণ এবং হস্তচালিত তাঁত যন্ত্রের উৎপাদিত পণ্যকে তুলে ধরতে স্টার্টআপ সংস্থাগুলিকে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। স্থানীয় হস্তচালিত তাঁতজাত পণ্য জনপ্রিয় করে তুলতে সাধারণ নাগরিকদের কাছে আবেদন জানান প্রধানমন্ত্রী এবং #MyProduct MyPride দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে বলেন।

মহানন্দার ওই বহমান স্রোতেই সীমান্ত প্রতিবেশী দুই দেশের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মহানন্দার ওই বহমান স্রোতেই সীমান্ত প্রতিবেশী দুই দেশের। নদীর পারে দাঁড়িয়ে ও পারে দৃষ্টি রাখলেই দেখা যায় ওপারে ঘন সবুজ গাছপালা, গ্রাম, ঘরবাড়ি। আপাতশান্ত একটা ছবি। এ পারেও একই রকম কোলাহলহীন এক পরিবেশ। স্বাভাবিক সময়ে তিনশো মিটার অন্তর একজন করে বিএসএফের জওয়ান মোতায়েন থাকেন বলে দাবি। এমন পরিস্থিতিতে বন্ধ সীমান্ত বাণিজ্য। এ দিনও আমদানি-রফতানি বন্ধ ছিল। তাতে কয়েক কোটি টাকার ক্ষতির কথা জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ফুলবাড়ি কাস্টমসের সুপার সঞ্জীব কুমার বলেন, "কবে চালু হবে সরকারি কোনও নির্দেশিকা নেই।"তবে এখন ৫০ মিটার অন্তর একজন করে জওয়ান রয়েছেন। ঘনঘন টহল দিচ্ছেন বাহিনীর আধিকারিকেরাও। শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়া সীমান্তের ছবি। জওয়ানেরা জানালেন, রাতের দিকে সীমান্তের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখা হচ্ছে সেনাবাহিনীকে। বিএসএফ সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গে ১০৯ কিলোমিটার খোলা সীমান্ত রয়েছে। সেই ফাঁকা সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা করছেন এলাকার বাসিন্দাদের অনেকে। বিএসএফের তরফে ফাঁকা সীমান্তে জওয়ানদের নজরদারি দ্বিগুণ করা হয়েছে। চ্যাংরাবান্ধা এবং ফুলবাড়ির মতো সীমান্ত থেকে এক দেড় কিলোমিটার দূরে রাখা হয়েছে সেনাবাহিনীকে। সীমান্ত পরিস্থিতির অবনতি হলে তড়িঘড়ি যাতে সেনাকে কাজে লাগানো যেতে পারে সে জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে বিএসএফের উত্তরবঙ্গের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (পিআরও) অমিত ত্যাগী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "নিয়ম মেনে অনেকেই ও পার বাংলা থেকে ভারতে আসছেন। অনিয়মে কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। সীমান্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকেও নামানো হবে। তবে কাঁটাতারহীন কিছু এলাকায় জওয়ানদের তরফেই অস্থায়ী বেড়া দেওয়া রয়েছে।"

বুদ্ধদেবের বাড়িতে মমতা, সরকারি ছুটি ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তার বাড়িতে গেলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে বৃহস্পতিবার সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৮ আগস্ট) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝাড়গ্রাম সফরে যাওয়ার কথা। দুপুরে সেই সফরে রওনা হওয়ার আগে মমতা বুদ্ধদেবকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানাতে যান। খবর আনন্দবাজার পত্রিকার। মমতা জানিয়েছেন, সাবেক মুখ্যমন্ত্রীর শেষযাত্রায় শ্রদ্ধার সঙ্গে সহযোগিতা করবে রাজ্য সরকার। দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং ফিরহাদ হাকিমকে তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টি তদারকি করার জন্য। বুদ্ধদেবের প্রয়াণের খবর প্রশাসনিক সূত্রে জানতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনই তিনি মন্ত্রিসভার দুই সহকর্মীকে বলেন দ্রুত বুদ্ধদেবের বাড়িতে পৌঁছে যেতে। রাজনৈতিক জীবনে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিপরীত মতাদর্শের ছিলেন বুদ্ধদেব-মমতা। তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেই মমতা রাজ্যের শাসনক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু তার পর থেকে তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক অটুট থেকেছে।

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর মেয়ে সায়মা ওয়াজেদের সাক্ষাৎ হয়নি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর মেয়ে সায়মা ওয়াজেদের সাক্ষাৎ হয়নি। এক্স পোস্টে এ কথা জানিয়েছেন সায়মা নিজেই। সেই সঙ্গে তার কারণও ব্যাখ্যা জানিয়েছেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) দায়িত্ব ছেড়ে এখনই 'অন্য ভূমিকায়' অবতীর্ণ হবেন না তিনি। পেশায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সায়মা গত ১ নভেম্বর থেকে দিল্লিতে 'হু'-এর দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক আঞ্চলিক দফতরের অধিকর্তা পদে যোগ দিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রথম নাগরিক হিসাবে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ পদে বসেছেন। অন্য দিকে, গত সোমবার দুপুরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেওয়ার পরে ভারতেরই 'নিরাপদ ঠিকানা' আপাতত হাসিনার আশ্রয়। হাসিনা-পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় বর্তমানে আমেরিকায় রয়েছেন। হাসিনা এখন ভারতেই থাকবেন জানিয়ে বৃহস্পতিবার জয় বলেন, "ভারত থেকে অন্য কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা নেই তাঁর।'' এক্স পোস্টে বৃহস্পতিবার হাসিনা-কন্যা লিখেছেন, "আমার দেশে প্রাণহানির ঘটনা হৃদয় ভেঙে দিয়েছে। বাংলাদেশ যে আমি ভালবাসি। এতটাই মনখারাপ যে আমি এই কঠিন সময়ে আমার মাকে দেখতে যেতে এবং জড়িয়ে ধরতে পারি না। আরডি (হু'র রিজিওনাল ডিরেক্টর বা আঞ্চলিক অধিকর্তা) হিসাবে ভূমিকা পালনে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

১-ম পাতার পর

এক যুগের বাম জমানার অবসান হলো প্রয়াত হন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু

যাওয়ার পর কিছুদিন সক্রিয় ছিলেন রাজ্যরাজনীতিতে এবং যেতেন পার্টি অফিসে। হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার পর থেকেই আসতে আসতে সরে যেতে শুরু করেন সক্রিয় রাজনীতি থেকে। পরে একেবারেই আর যখন পারলেন না তখন বাড়িতেই থাকতে শুরু করলেন। তার মৃত্যুতে শোক জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে বিরোধী দলনেতা সকলেই।

১-ম পাতার পর

শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার শপথ নিয়েছেন গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীরা

সৌধে (মাজার) কমপ্লেক্সের মসজিদে জোহরের নামাজ শেষে আওয়ামি লিগের সভাপতি ও সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরাপত্তা, সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় জেলা আওয়ামি লিগের সভাপতি মাহবুব আলি খান বলেন, "আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনব। জামাত-বিএনপি যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে, আমরা তা রুখে দেব।" জেলা আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক জি এম সাহব উদ্দিন আজম বলেন, "আমরা যত দিন পর্যন্ত আমাদের নেত্রীকে দেশের মাটিতে ফিরিয়ে আনতে না পারব, তত দিন আমরা ঘরে ফিরব না। প্রয়োজনে আমরা কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলব।" এ সময় জেলা আওয়ামি লিগের দপ্তর সম্পাদক ইলিয়াস হক, শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক সিকদার নজরুল ইসলাম, টুঙ্গিপাড়া পৌরসভার মেয়র শেখ মোজাম্মেল হক, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক আবু সিদ্দিক, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামি লিগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইমদাদুল হক বিশ্বাস, পৌর আওয়ামি লিগের সভাপতি শেখ সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ফোরকান বিশ্বাসসহ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে গোপালগঞ্জ লঞ্চঘাট এলাকায় এ প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ হয়। সেখানে বক্তারা বলেন, সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামি লিগের সভাপতি শেখ হাসিনাকে 'ক্ষমতাচ্যুত ও দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে'। মঙ্গলবার দুই দফায় লাঠি হাতে বের হওয়া মিছিলে গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামি লিগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। মঙ্গলবার বেলা তিনটায় ও সন্ধে সাড়ে ছয়টায় গোপালগঞ্জ শহরের ব্যাংকপাড়া জেলা আওয়ামি লিগের কার্যালয়ের সামনে থেকে লাঠিসোঁটা নিয়ে একটি বিক্ষোভ মিছিল করেন আওয়ামি লিগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। মিছিলটি জেলা শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে স্থানীয় চৌরঙ্গীতে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক জি এম সাহাব উদ্দিন।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুর খবর পেয়ে রাজ্জাক চোখের কোণে চিকচিক করছে জল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সতীর্থ ছিলেন তিনি। গোটা রাজ্য তাঁকে চিনত 'চাষার ব্যাটা' বলে। তবে এই চাষার ব্যাটার কাছেই বুদ্ধবাবুকে শুনতে হয়েছিল, 'হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে এসেছে'। আজ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের চলে যাওয়ার খবর পেয়ে মন ভারাক্রান্ত অশীতিপর সেই রেজ্জাক মোল্লার। অনেকেই বলেন, বয়স বাড়লে মানুষ বড় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। এদিন শয্যাশায়ী রেজ্জাক মোল্লার গলাতেও সেই আবেগ। রেজ্জাক মোল্লার কথা আজকাল জড়িয়ে যায়। জড়ানো গলাতেই বলতে থাকেন, 'এতদিন একসঙ্গে কাজ করেছি। এখন লোকটা চলে গেল। আমার থেকে এক বছরের ছোট ছিল। মতপার্থক্য হতো। তবে স্মৃতিও অনেক। ১০ বছর তো মন্ত্রী ছিলাম। অনেক কিছুই ঘটেছে। সেসব স্মৃতি মনে আসছে। সৎ লোক, অনেস্ট লোক।' বয়স হয়েছে। চোখমুখ এখন মলিন, মনে হয় বহু কষ্টে চোখ মেলছেন। বিছানায় শুয়েই থাকেন। এই রেজ্জাক মোল্লা একসময় ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মন্ত্রিসভার সদস্য। তবে তাঁর সঙ্গে বিস্তর মতবিরোধও ছিল তৎকালীন বাম নেতা আব্দুর রেজ্জাক মোল্লার। সিঙ্গুরে জমি আন্দোলন যখন তীব্র, বামেদের সংগঠন ভাঙতে শুরু করেছে। সেই সময় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পর্কে রেজ্জাক মোল্লা বলেছিলেন, 'হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে এসেছে।' তবে মতবিরোধ হলেও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুর খবর পেয়ে চোখের কোণে চিকচিক করছে জল।

দামে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কেন্দ্র ৪.৬৮ লক্ষ টন পেঁয়াজ কিনেছে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সরকার ৪ মে ২০২৪ তারিখে পেঁয়াজ রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় এবং প্রতি মেট্রিক টন ৫৫০ মার্কিন ডলার ন্যূনতম রপ্তানি মূল্যে ও ৪০ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক সমেত পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হয়। ৩১ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত মোট ২.৬০ লক্ষ টন পেঁয়াজ রপ্তানি হয়েছে। এছাড়া দামে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ভারতের জাতীয় উপভোক্তা সমবায় ফেডারেশন লিমিটেড (ন্যাশনাল কো-অপরেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এনসিসিএফ) এবং ভারতের জাতীয় কৃষি সমবায় বিপণন ফেডারেশন লিমিটেড (ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল কো-অপরেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড-নাফেড) এর মাধ্যমে সরকার ৪.৬৮ লক্ষ টন পেঁয়াজ কিনেছে। এর বেশিরভাগটাই কেনা হয়েছে মহারাষ্ট্র থেকে। গত বছর (২০২৩) এর তুলনায় কৃষকরা অনেক ভাল দাম পেয়েছেন। মহারাষ্ট্রের মান্ডিগুলিতে ২০২৪- এর এপ্রিল এবং জুলাই-এর মধ্যে গড়ে প্রতি কুইন্টাল ১২৩০ থেকে ২৫৭৮ টাকা দরে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে। গত বছর একই সময়ে এই কর বিক্রয় মূল্য ঘোরাফেরা করেছে কুইন্টাল প্রতি ৬৯৩ থেকে ১২০৫ টাকার মধ্যে। মূল্য স্থিতিশীলতা কর্মসূচির আওতায় এবছর সরকার গড়ে ২,৮৩৩ টাকা কুইন্টাল দরে পেঁয়াজ কিনেছে। গত বছর এই ক্রয় মূল্য ছিল ১,৭২৪ টাকা প্রতি কুইন্টাল। ভারত সার্বিক অর্থে পেঁয়াজ রপ্তানিকারী দেশ (এদেশের পেঁয়াজ রপ্তানি, আমদানির তুলনায় অনেক বেশি) এবং এই খাত থেকে সরকারের আয় হয়। গত ৩ বছরে, অর্থাৎ ২০২১-২২- এ ৩,৩২৬.৯৯ কোটি টাকা, ২০২২-২৩- এ ৪,৫২৫.৯১ কোটি টাকা এবং ২০২৩-২৪- এ ৩,৫১৩.২২ কোটি টাকা এসেছে সরকারের কোষাগারে। বিগত ৩ বছরে রাজ্যভিত্তিক পেঁয়াজের উৎপাদন এবং পরিবারভিত্তিক বার্ষিক ভোগব্যয় তুলে ধরা হল সংযোজনী-১- এ। এক্ষেত্রে তথ্যাদির উৎস রাশি বিজ্ঞান এবং কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের ২০২২-২৩- এর পারিবারিক ভোগব্যয় সর্বেক্ষণ। বিগত ৩ বছরে পেঁয়াজ আমদানি এবং রপ্তানির বিশদ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে সংযোজনী -২- এ। বিগত ৩ বছরে (২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪) রাজ্যভিত্তিক পেঁয়াজের উৎপাদন এবং বার্ষিক পারিবারিক ভোগব্যয় ২০২২-২৩। হিসেব লক্ষ মেট্রিক টনে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ২১৭ সংখ্যা ০৯ আগস্ট, ২০২৪ শুক্রবার ২৪ শ্রাবণ, ১৪৩১

১-ম পাতার পর

বৃহস্পতিবার রাতে বাংলাদেশে শপথ নিতে চলেছে নোবেল জয়ী মহঃ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার

পরিস্থিতির কারণে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সব আইভিএসি বন্ধ থাকবে।পরবর্তী আবেদনের তারিখ এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হয়েছে। এছাড়া পরবর্তী কার্যদিবসে পাসপোর্ট সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে বৃহস্পতিবার শপথ নিতে পারে মহম্মদ ইউনুস।

হাইকমিশনে কমেছে কর্মী সংখ্যা

এই সিদ্ধান্তের আগে অবশ্য ভারতীয় হাইকমিশন হিংসা কবলিত চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেটের কনস্যুলেট গুলি থেকে কর্মী ও তাদের পরিবারকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তবে ঢাকার হাইকমিশনের অফিসে সিনিয়র কূটনীতিক এবং প্রয়োজনীয় কর্মীদের সেখানে রেখে দেওয়া হয়েছে।

অস্থিরতা চলছে

কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হয়েছিল আন্দোলন। সুপ্রিম কোর্ট এব্যাপারে তাদের অবস্থান জানানোর পরে সামান্য সময়ের জন্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে তার পরেই ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবি করা হয়। তবে সেই দাবি মানার পরেই বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হিংসা অব্যাহত রয়েছে। সোমবার শেখ হাসিনার পদত্যাগের পরে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা প্রায় তিনশো। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত হিংসায় বাংলাদেশে মৃতের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারশো। মূলত আওয়ামি লিগ নেতা ও তাদের পরিবার এবং সেখানকার সংখ্যালঘুদের ওপরে হামলা হচ্ছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের শপথ

বৃহস্পতিবার রাতে বাংলাদেশে শপথ নিতে চলেছে নোবেল জয়ী মহঃ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দেশে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

ভারত-বিরোধী বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে বলেই মনে করছে নয়াদিল্লি

গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর মদতপ্রাপ্ত জামায়াতে ইসলামী অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিসরে শক্তিশালী হয়ে উঠতে চলেছে বুঝতে পেরে কপালে গভীর ভাঁজ সাউথ ব্লকের।গত দু'দিনে জেল থেকে বেশ কিছু জামায়াতে নেতাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংখ্যালঘু মানুষের উপর অত্যাচার ও মন্দির-গুরুদ্বারে হামলার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই ধরনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে আজ চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবনীত সিংহ। নানক শাহি এবং সঙ্গত টোলার দু'টি ঐতিহাসিক গুরুদ্বার রক্ষা করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য জয়শঙ্করকে বাংলাদেশের সেনা বা অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কথা বলার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। অন্য দিকে, বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বাংলাদেশে হিন্দুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। অবিলম্বে এই পীড়ন থামানো উচিত।"গত পঞ্চাশ বছরে চরমপন্থাকে উস্কানি দেওয়া এবং প্রত্যক্ষ ভাবে জামায়াতের তাতে অংশগ্রহণ সেই ইঙ্গিত বহন করছে বলেই মনে করছে বিদেশ মন্ত্রক এবং দেশের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। পাশাপাশি সে দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনও এর ফলে বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বর্তমান জামায়াতের নেতারা এবং তাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবির, ভারত-বিরোধী বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে বলেই মনে করছে নয়াদিল্লি। হাসিনা-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে ভারত-বিরোধিতাকেও সফল ভাবে যুক্ত করেছে তারা। ঢাকায় ঐতিহ্যশালী ভারতীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র পুড়িয়ে দেওয়ার পিছনেও জামায়াতের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।সোমবার সন্ধ্যায় অন্তর্বর্তী সরকার গঠন নিয়ে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে নেতৃত্ব। হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন জামায়াতেকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। লস্কর-ই-তইবা-সহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জামায়াতের যোগাযোগের প্রমাণ রয়েছে ভারতের কাছেও। ২০০১-২০০৬ সালে বিএনপি-জামায়াতে শাসনের সময়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গিরা বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করত, এই অভিযোগ বারবার উঠেছে। পরে হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর সেই জঙ্গিদের ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শশাঙ্কশেখর দাস তাঁর 'বনবিবি' নামক গ্রন্থে জানাচ্ছেনু অবিভক্ত বাংলায় খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার ভোমরা গ্রামের বাসিন্দা স্বর্গীয় বসিরউদ্দিন গাইন ভুরকুন্ডা দ্বীপের নীলআটি গ্রামে 'বনবিবিযাত্রা' প্রথম সূচনা করেন। তবে সুন্দরবনের ইতিহাস প্রায় চারশো বছর আগের কথা। সুন্দরবনের মধ্যে ছিল এক গ্রাম। সেই গ্রামে বাপ হারা ছেলে দুখেকে নিয়ে বাস করতেন এক দরিদ্র রমণী। ফাইফরমাস খাটানোর নামে দুখে'কে সুন্দরবনে মধু আহরণ করতে নিয়ে যান দুখের জ্ঞাতি কাকা, পাশের গ্রামের দুই ধুরন্ধর ব্যবসায়ী ধনা আর মনা। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মুনি ঋষিদের বংশধর বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(ষষ্ঠ পর্ব)

আর কিছু নাই । তাই বাংলায় বলা হয় ভাবগ্রাহী জনার্দন , আর সেই খোঁজে মায়ের সাথে তার সক্ষতা ।তারপর ধীরে ধীরে সাধনার গুহ্য তত্ত্ব তিনি জানতে পারেন । একবার রাগ করে কাশীর মা অন্নপূর্ণার কাছে চলে যান ।কিন্তু দীর্ঘ দুদিন না খেয়ে আবার ফিরে আসেন ।তবে শোনা যায় , মা অন্নপূর্ণা তাঁকে নিজে হাতে খাবার খাইয়েছিলেন । পরে আবশ্য তিনি তাঁরও দেখা পান। মায়ের আদেশে তিনি ব্রহ্মাণ্ড আলাপ করেন । এমনকি তৎকালীন সমাজে তিনি অনেক অল্প বয়সী কিশোরীকেও দীক্ষা দেন এবং জীবন রক্ষা করেন । তারামায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট সন্তান মানুষের আরোগ্যদানের তন্ত্র পুরুষ। লোকশ্রুতি তিনিই বশিষ্ঠ , সেই আদি পূজার মায়ের সন্তান । জীবনের প্রথম দিকে অনেক দারিদ্র্যের মাঝে বেড়ে উঠলেও নাটোরের রাণীর প্রাপ্ত স্বপ্নাদেশে মা বামদেবের খাবারের ব্যবস্থা করেন। তিনি মায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে । রাগ অভিমানের অংশী ।একবার পূজোর আগেই তিনি মায়ের খাবার খেয়ে ফেলেছিলেন, আর তারপরই তিনি পুরোহিতদের রোষে পড়েন । মা স্বপ্ন দিয়ে বামদেবের প্রথম ভোজনের আদেশ দেন। এরপর থেকে মায়ের নৈবেদ্য আগে বামদেবকে সমর্পণ করা হত । পড়াশুনার প্রতি তাঁর একদমই মতি ছিল না , তাই তো তাঁকে হাজার চেষ্টা করেও সে পথে ব্রতী করানো যায় নি । "ছেলেটি তো অ , আ লেখেনি , সে লিখেছে জয় তারা " জয় তারা " , সবপাতাতেই একই কথা লিখেছে ।"বামাচরণের এই মাতৃ আবেদন তাঁকে সাধক বামাদেবে পরিগণিত করেছে। পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে তিনি "হাউড়া" নামে পরিচিত , যার অর্থ হল "নির্বোধ " । মন্দির পরিচালনার কর্মচারী "দূর্গাদাস সরকার " এর পরিচিত কৈলাস বাবাজীর সাথে বামদেবের পরিচয় । তারাপীঠে তিনিই প্রথম কৈলাচার্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর হাতেই ১৩১৮ বাংলার নরলীলায় জনকল্যাণ শুরু হয় ।দেবতা ও মানুষ , মানুষ ও পশুতে , জাত ও বেজাতে এবং ঘনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেন নি ।তবে তিনি বাক্সিদ্ধ ছিলেন । মুখে যা বলে ফেলতেন সেটাই ঘটে যেত। তারাপীঠের নগেন পাণ্ডা খুবই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন । তাঁর অনুনয়ে বামদেব স্থানীয় জমিদার পূর্ণচন্দ্র সরকারকে রোগমুক্ত করতে যান । কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই তিনি বললেন " ও নগেন কাকা , এ শালা তো এখনি ফট" । তারপরি রুগী মারা যায় । এই হলেন বাক্সিদ্ধ বামদেব । লোক শ্রুতি বলে একবার মায়ের উপর ক্ষেপে গেলে মা বামদেব কে নিজের স্তন দিয়ে শান্ত করেন । সেই দেবী মাতৃকার স্বতঃস্ফূর্ত ব্যক্তিপুরুষকে আজ শ্রদ্ধা জানাই । সনাতনী ঐতিহ্যে, মা তারার কৃপাধন্য তারাপীঠ প্রণাম । বামদেব তাই শাশ্বত আর যথার্থ।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বিপ্লবী পারুল মুখোপাধ্যায় বিপ্লবীদের বাঁচাতে

অনুশীলন সমিতির গোপন নথিপত্র আগুনে পুড়িয়ে দেন

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে একজন অগ্নিকন্যা বিপ্লবী পারুল মুখোপাধ্যায়। তিনি ১৯১৫ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম গুরুপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং মাতার নাম মনোরমা দেবী।আসল নাম পারুলবালা মুখোপাধ্যায়। কিন্তু পিতৃভূমি ছিল ঢাকায়। তার ছোট বোন ঊষা মুখোপাধ্যায় ও বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন । তার বড়ো ভাই ছিলেন অনুশীলন দলের নেতা অমূল্য মুখোপাধ্যায়। দাদার আদর্শে প্রভাবিত হয়ে রাজনীতিতে যোগ দেন।

পারুল মুখোপাধ্যায় পরিবার ছিল রাজনৈতিক পরিবার। বাঙালি মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামী দের ভেতর অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নাম পারুল মুখোপাধ্যায়। বিপ্লবী পূর্নানন্দ দাশগুপ্তের হাত ধরে তিনি গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য হন। শান্তি, নীহার, আরতি, খুকি শোভারানী, রানী, সুরমাদেবী ইত্যাদি অসংখ্য ছদ্মনামে সক্রিয় ছিলেন। পূর্নানন্দ দাশগুপ্ত আর শ্যামবিনোদ রায়চৌধুরী ছাড়া তার আসল নাম কেউই জানতেননা। উত্তর ২৪ পরগনার টিটাগড়, গোয়ালাপাড়ায় বিপ্লবীদের গোপন অস্ত্র ঘাঁটি থেকে ১৯৩৫ সালে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ঐ বছর ৩১ অক্টোবর স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে অন্যান্য পুরুষ বন্দীদের সাথে তার নামেও মামলা চলে। সহকর্মীদের সাথে পাল্লা দিয়ে বোমা, বিস্ফোরক তৈরী, লাঠিখেলা ইত্যাদিতে পারদর্শী ছিলেন তিনি। ১৯৩৯ সালে মুক্তি পান। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন। তিনি সমাজ সেবা ও বিপ্লবী কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন। অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। বিপ্লবী দাদার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পারুল মুখোপাধ্যায় কুমিল্লায় একটি বিশেষ সম্মেলন উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠন করেছিলেন।

বন্দেমাতরম সমস্বরে চিৎকার করে বাড়ির উঠান থেকে লাফিয়ে ঘরে ঢুকে গোপন নথিতে আগুন দিয়েছিলেন পারুল। ১৯৩৩ সাল আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় তখন তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে। ততক্ষণে গা ঢাকা দিয়েছেন বছর আঠেরোর পারুল মুখোপাধ্যায়। দাদা অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী অমূল্য মুখোপাধ্যায়। দাদার পথ ধরেই বিপ্লবের কাজ করছেন বোন পারুল। রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, ফরিদপুর-প্রভৃতি নানা জায়গায় অনুশীলন সমিতির সংগঠন গড়ার কাজ করছিলেন তিনি।

টিটাগড়ে তৈরি হচ্ছে অ্যাকশন প্ল্যান। বাড়িতে মহিলা থাকলে সন্দেহমুক্ত থাকা যায়। ডাক পড়ল পারুলের। বাইরে থেকে সাধারণ গেরস্থ টিটাগড়ের সেই বাড়ি। ভিতরে চলছে বোমা তৈরি। বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা হচ্ছে।

২০ জানুয়ারি, ১৯৩৫ সাল। তখন ভোর চারটে। গোপন খবর পেয়ে টিটাগড়ের সেই বাড়ি ঘিরে ফেলল পুলিশ। বিপ্লবী পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, শ্যামবিনোদ পালের সঙ্গে বাড়িতে তখন পারুল। অন্ধকারে তিনজনেই ছাদে উঠলেন। পূর্ণানন্দ ও শ্যামবিনোদ একতলার ছাদ থেকে ঝাঁপ দিতেই গ্রেফতার। তাই দেখে বাড়ির ভিতরে উঠোনে লাফ মারলেন পারুল। ঘরে ঢুকে গোপন নথিতে ধরিয়ে দিলেন আগুন। দরজা ভেঙে পুলিশ ঢুকতে ঢুকতে বেশ কিছু নথি পুড়ে ছাই। অর্ধদগ্ধ নথি বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। পিস্তল, বিস্ফোরক, বোমা তৈরির ফর্মুলা উদ্ধার হল। গ্রেফতার হলেন পারুল দেবী।পুলিশ হেডকোয়ার্টাসে জেরা করেও পারুল দেবীর পেট থেকে কথা বের করতে পারেনি পুলিশ। অশালীন কথা, গালাগালিতেও কাজ না হওয়ায় গোয়েন্দা অফিসার খেপে গিয়ে পারুলেবীর দিকে ছুটে যান। চিৎকার করে জুতো ছুড়তে থাকেন পারুল মুখোপাধ্যায়। অন্য অফিসার ছুটে এসে অবস্থা সামাল দেয়।

রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, যুদ্ধের চেষ্টা-নানা অভিযোগে আলিপুর কোর্টে ট্রাইব্যুনালে চলে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা। ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে রায় বের হয়। ১৭ জনের সাজা হয়। পূর্ণানন্দের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, শ্যামবিনোদের দশ বছরের জেল। অন্যদেরও কঠিন শাস্তি। ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয় পারুল মুখোপাধ্যায়ের।

পারুল মুখোপাধ্যায় ১৯৩৯ সালে মুক্তি লাভের পরে নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছেন। তিনি ১৯৯০ সালের ২০ এপ্রিল মারা যান।

ট্রাম্প হারলে ক্ষমতা হস্তান্তর শান্তিপূর্ণ হবে না : বাইডেন

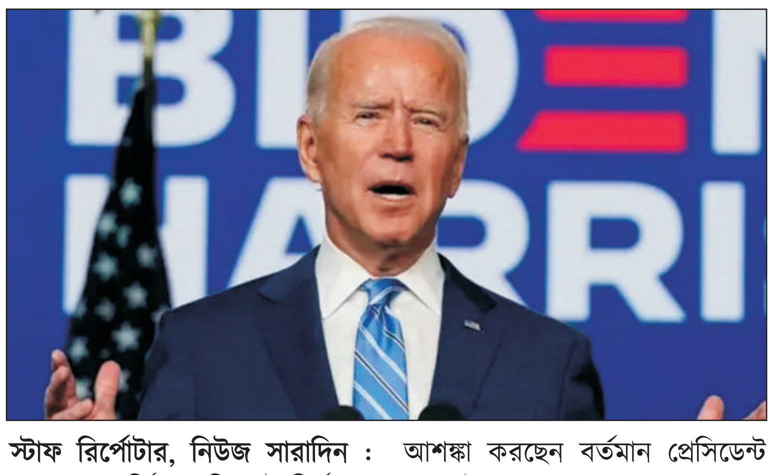

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্প যদি হেরে যান, তাহলে জানুয়ারিতে নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ হবে না। এমনটাই আশঙ্কা করছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

বুধবার সিবিএস নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাইডেন বলেন, যদি ট্রাম্প পরাজিত হোন, আমি কোনোভাবেই ভরসা পাচ্ছি না যে, ক্ষমতা হস্তান্তর পর্বটি শান্তিপূর্ণ হবে। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আমি একেবারেই নিশ্চিত হতে পারছি না।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীর ক্ষমতা গ্রহণের পর্বটি শান্তিপূর্ণ হবে কিনা-এমন প্রশ্নের জবাবে বাইডেন অতীত আচরণের আলোকে গভীর হতাশা ব্যক্ত করে এমন অভিমত পোষণ করেছেন।

বাইডেন উল্লেখ করেন, 'তিনি (ট্রাম্প) যা বলেছেন তা করবেন বলেই প্রকাশ্যে হুংকার দিয়েছেন। তবে আমরা তাকে গুরুত্ব দেইনি। যদিও তিনি করবেন বলেই বলেছেন, যদি আমরা (টাম্প) পরাজিত হই তবে রক্ত গঙ্গা বইয়ে যাবে।'

উল্লেখ্য, গত মার্চে ওহাইয়োতে নির্বাচনি সমাবেশে ট্রাম্প হুংকার দিয়েছেন রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার। নির্বাচনে যদি ট্রাম্প জয়ী হতে না পারেন, তাহলেই রক্তপাতের কথা বলেছেন।

সে সময় ট্রাম্প বিদেশি আগ্রাসী তৎপরতা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মটর শিল্পকে রক্ষার্থে করণীয় সম্পর্কে আলোচনাকালে ট্রাম্প এ হুংকার দিয়েছিলেন।

পরে রিপাবলিকান নীতি-নির্ধারকরা ট্রাম্পকে এমন মন্তব্য করা ঠিক হয়নি বলে জানালে ট্রাম্প তার বক্তব্যের ব্যাখ্যায় জানান, তিনি মটর শিল্পকে বিদেশি কোম্পানির ছোবল থেকে রক্ষার্থে ওই কথা বলেছিলেন।

সিনেমার খবর

চরিত্রের প্রয়োজন হলেও মাথার চুল কাটবেন না জাহ্নবী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সিনেমায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নানা ধরনের পদক্ষেপ নিতে হয়। কখনো ওজন বাড়িয়ে বা কমিয়ে চরিত্রের মতো হয়ে উঠতে হয়। আবার অনেক সময় মাথার চুলও কেটে ছোট করে ফেলতে হয়। কিন্তু যে প্রয়োজনই হোক না কেন, অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর একটি কাজ কখনোই করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে কথা বলেছেন অভিনেত্রী।

চরিত্রের প্রয়োজন হলেও কখনোই মাথা কামাবেন না। কখনোই সাধের চুল কেটে ফেলতে পারবেন না। আর তার বড় কারণ হলো, অভিনেত্রীর মা অর্থাৎ শ্রীদেবী নাকি মেয়ের লম্বা চুল খুব পছন্দ করতেন।

জাহ্নবী বলেন, এখন তো প্রযুক্তির মাধ্যমেই ন্যাড়া মাথা দেখানো যায়। আমি কাজ করতে গিয়ে কাঁধে চোট পেয়েছি। রক্তপাত হয়েছে। হাড় ভেঙেছে। নিজের ওপর নানা রকমের অত্যাচার করেছি। কিন্তু সব চুল কেটে ন্যাড়া হতে পারব না আমি।

মুক্তি পাচ্ছে জাহ্নবীর আসন্ন সিনেমা 'উলঝ'। এই প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, 'এমনকি 'উলঝ' এর জন্য পরিচালক আমাকে ছোট করে চুল কাটতে বলেছিলেন। আমি কাটিনি। এটা নিয়ে পরিচালকের সঙ্গে বিস্তর আলোচনাও হয়েছিল।

চুল ছোট করে কাটার জন্য মায়ের কাছে বকুনিও খেয়েছিলেন জাহ্নবী। অভিনেত্রী বলেন, মনে আছে, 'ধড়ক' সিনেমার সময় আমি চুল কেটেছিলাম বলে মা খুব বকেছিল। কড়া নির্দেশ ছিল মায়ের, কোনো চরিত্রের জন্যই আমি যেন চুল না কাটি। আমার চুল নিয়ে মায়ের খুব গর্ব ছিল। তাই আমি কখনোই চুল ছোট করে কাটব না।

প্রকাশ্যে সাংবাদিককে হুমকি দিলেন জন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেতা জন আব্রাহাম। সমালোচকদের সঙ্গে সবসময় ঠান্ডা মাথায় কথা বলেন। তবে সম্প্রতি 'বেদা' ছবির ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানের একটি ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে সাংবাদিকদের উপর মেজাজ হারাতে দেখা যায়।

ওই অনুষ্ঠানে জনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কেন আপনি পরপর একই ধরনের চরিত্র করছেন, নতুন কিছু করুন। এই প্রশ্ন শুনেই রেগে যান জন। রাগত স্বরেই তাকে বলতে শোনা যায়, 'আপনি কি আমার সব ছবি দেখেছেন?'

এমনকি ওই সাংবাদিককে 'ইডিয়ট'ও বলেন অভিনেতা। যদিও পরে জন বলেছেন, 'এই ছবিটি একেবারে আলাদা। আগে ছবিটি দেখুন, তারপর বিচার করুন।' যদিও এমন আচরণের জন্য সমালোচিত হয়েছেন জন।

প্রসঙ্গত, 'বেদা' ছবিটি টানটান উত্তেজনায় ভরপুর অ্যাকশন থাকবে যে এই ছবিতে সেটা ট্রেলার থেকেই বোঝা যায়। সিনেমাটি বৃহস্পতিবার (১৫ আগস্ট) মুক্তি পাবে। তামান্না ভাটিয়া থাকবেন জনের প্রেমিকা হিসেবে। মৌনি রায়কেও বিশেষ একটি চরিত্রে দেখা যাবে।

ছবিটির প্রযোজনা করেছে জি স্টুডিওজ, এম্মে এন্টারটেইনমেন্ট এবং জেএ এন্টারটেইনমেন্ট। নিখিল আডবানি ছবিটির পরিচালনা করেছেন। এই ট্রেলারে উঠে এসেছে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের প্রসঙ্গ।

সেখানে জনকে শর্বরীর উদ্দেশ্যে বলতে শোনা যায়, আমি কেবল সারথি। তোমায় পথ দেখাতে পারি। কিন্তু চক্রব্যূহ ভেঙে ভিতরে ঢুকতে হবে তোমাকেই।

হঠাৎ সালমানের ছবির গানে স্মৃতিকাতর প্রিয়াঙ্কা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘ দিন পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শেষ হতে চলেছে 'ব্লাফ'-এর শুটিং । শনিবার 'র‍্যাপ-আপ'-এর কথা জানিয়েছে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। টানা পরিশ্রমের পর খানিকটা অবসর পাচেছন বলিউডের এই অভিনেত্রী। এ নিয়েই ইনস্টাগ্রামে একটি স্টোরি দিয়েছেন তিনি । ওই স্টোরিতে (ভিডিও) তিনি বলছেন, র‍্যাপ পার্টিতে যেতে যখন দেরি হয়ে যায়, তখন আমি এই গানটি বাজাতে চাই, কেউ বুঝতে পারছেন? এই সময় দেখা যায় গাড়িতে রয়েছেন তার মা। শুরু হয় একটি গানের আবহ। স্টোরির পরবর্তী পর্যায়ে বেজে ওঠে গান। লতা মঙ্গেশকার ও এস পি বালসুব্রহ্মণ্যমের কণ্ঠে বাজতে শুরু করে 'আ যা শাম হোনে আই...তু চল ম্যায় আই'। ঠোঁট মেলাতে দেখা যায় অভিনেত্রী ও তার মাকে। শুধু তাই নয়, প্রিয়াঙ্কা এখানে হ্যাশট্যাগ দিয়ে লিখেছেন 'নব্বইয়ের দশকের শিশু'। প্রসঙ্গত, ১৯৮৯ সালের ছবি 'ম্যায়নে পেয়ার কিয়া'। ভাগ্যশ্রী ও সালমান খানের এই ছবি আজও বলিউডের সেরা রোম্যান্টিক ছবিগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই গান বাজছে অভিনেত্রীর গাড়িতে। প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার জন্ম ১৯৮২ সালে। ফলে নব্বইয়ের দশকে তিনি শিশু হিসাবেই এই গান শুনে বড় হয়েছেন। পরবর্তীতে 'মুঝসে শাদি করোগি', 'সালাম-এ-ইশক', 'গড তুস্সি গ্রেট হো'-র মতো ছবিতে প্রিয়াঙ্কাকে দেখা গেছে সালমানের সঙ্গে। বিদেশে সালমানের প্রথম জীবনের ছবির গান চালিয়ে বর্ষণমুখর পরিবেশে যেন স্মৃতিকাতর বাতাস বইয়ে দিলেন প্রিয়াঙ্কা।

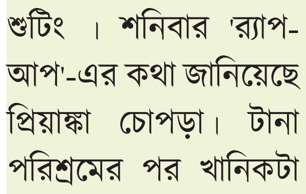

শুটিংসেটে গিয়ে রেখাকে চড় জয়ার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেখা ও অমিতাভ বচ্চন, বলিউডের অন্দরমহলে অন্যতম চর্চিত জুটি। যারা পর্দায় একের পর এক হিট ছবি উপহার দিয়ে, হিট জুটির তকমা ছিনিয়ে নিয়েছেন, সেই সেলেব জুটি কি বাস্তবে প্রেম করছেন? সবটা ওপেন সিক্রেট থাকলেও কোথাও গিয়ে যেন অমিতাভ বচ্চন এই নিয়ে কখনো মুখ খোলেননি। যা ইঙ্গিত দেয়া, যা বোঝানোর সবটাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন রেখা। প্রকাশ্যে কেউ কাউকে নিয়ে যখন একটা শব্দ খরচ করতে চাইছেন না, ঠিক তখনই জয়া বচ্চনের সংসারে উঠেছিল ঝড়।

তবে ভাঙন কিংবা ফাটল ধরতে দেননি তিনি কোনোদিন। স্থির করেছিলেন অমিতাভের সঙ্গে সংসারটা তিনিই করবেন। আর ঠিক সেই কারণেই শোনা যায়, জয়া বচ্চনের বারবার উত্তেজিত হয় নানা পদক্ষেপ করার কথা। ঘটনাগুলোর সত্যতা প্রমাণ হলেও তার পেছনে থাকা কারণ মানুষ বারবার অনুমান করে নিয়েছেন। আর সে ক্ষেত্রে কারো কোনো সমস্যা হয়নি বুঝে নিতে জয়ার কষ্ট ঠিক কোথায়। সাল ১৯৮০, তখন রেখা-অমিতাভ জুটি মানেই এক প্রকার ছবি হিট।

একটি ছবিতে অভিনয় করছিলেন ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন, জিনাত আমন ও রেখা। ছবির নাম রাম বলরাম। এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য বড় চাল চেলেছিলেন রেখা। তিনি তার চরিত্রের জন্য একটি টাকাও পারিশ্রমিক নেননি। যাকে তাকে কেউ সরিয়ে না দিতে পারে। তবে ছবিতে যে রেখা রয়েছেন, তা জানতেন না জয়া বচ্চন।

তিনি হঠাৎ একদিন স্থির করেন, ছবির সেটে এসে অমিতাভের সঙ্গে দেখা করবেন। সেটাই করতে এসেছিলেন। সেই সময় দেখেন, রেখার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে ব্যস্ত রয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। দেখে সহ্য করতে পারেননি জয়া। সবার সামনে রেখার গালে একটা চড় মারেন তিনি। এসব দেখে নাকি লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন। তিনি সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। তিনি নাকি বুঝতে পারেননি সেই পরিস্থিতিতে তার ঠিক কী করা উচিত।

মন ভাঙল যাদের...

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বহু দিন ধরে মান অভিমান জমতে জমতে তা পাহাড়ে পরিণত হয়। আবার কখনো তৃতীয় ব্যক্তি এসে দুটি মানুষের মধ্যে দূরত্ব মুহূর্তে বাড়িয়ে দেয়। বিনোদন জগতেও ঠিক এমনই সম্পর্ক ভাঙনের সুর। বলিউড থেকে টলিপাড়া, একের পরে এক সম্পর্কে চিড়। দেখে নেয়া যাক, সম্প্রতি মন ভাঙল কাদের। প্রথমেই বলতে হয় ক্রিকেট তারকা হার্দিক পান্ডিয়া ও তার স্ত্রী নাতাশা স্তানকোভিচের কথা। বহু দিনের জল্পনার পর নিজেরাই সমাজমাধ্যমে বিচ্ছেদের ঘোষণা করেছেন তারা। বিয়েবিচ্ছেদের সিদ্ধান্তের পর সার্বিয়ায় পাড়ি দিয়েছেন নাতাশা। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন তাদের ছেলে অগস্ত্যকে। বিচ্ছেদের মধ্যেই হার্দিককে দেখা গেছে আম্বানিদের বিয়েতে মন খুলে নাচতে। তার নাচের সঙ্গী ছিলেন অনন্যা পান্ডে। অন্যদিকে ছেলেকে নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন নাতাশা। অগস্ত্যর জন্মদিনে তিনি কথা দিয়েছেন, মা হিসেবে সব সময় তিনি ছেলের পাশে থাকবেন।

টলিপাড়ায় যিশু সেনগুপ্ত ও নীলাঞ্জনা সেনগুপ্তের বিচ্ছেদের খবরে মন ভেঙেছে অনুরাগীদেরও। যিশু-নীলাঞ্জনার সম্পর্ক তাদের অনুরাগীদের বরাবরই অনুপ্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। এমন 'পাওয়ার কাপল'-এর সংসারে ভাঙনের খবর অনুরাগীদের কাছে বড় ধাক্কা। শোনা যাচ্ছে, দম্পতির মধ্যে প্রবেশ করেছেন তৃতীয় ব্যক্তি। ব্যক্তিগত সহকারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন যিশু। অশান্তির জেরে নাকি আত্মঘাতীও হতে গিয়েছিলেন নীলাঞ্জনা। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে লিখেছিলেন, তার শক্তির উৎস হলো দুই মেয়ে সারা ও জারা এবং বোন চন্দনা। কোথাও ছিল না যিশুর উল্লেখ। এতেই জল্পনা ঘনীভূত হয়। দুই মেয়ে সারা ও জারা এই লড়াইয়ে নীলাঞ্জনার পাশে থেকেছেন। এমনকি বাবাকে ইনস্টাগ্রামে আর অনুসরণ করছেন না সারা। মায়ের সঙ্গে অর্থপূর্ণ পোস্ট করে সারা লিখেছেন, 'এই খেলায় তুমি সবচেয়ে শক্তিশালী।'

যিশু-নীলাঞ্জনার বিচ্ছেদের খবর প্রকাশ্যে আসতেই টলিপাড়ার আরো এক অভিনেতার নাম প্রকাশ্যে আসে। গুঞ্জন ছড়ায়, অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তীর দাম্পত্যেও নাকি দূরত্ব তৈরি হয়েছে। তাদের মধ্যেও নাকি তৃতীয় নারীর আনাগোনা। যদিও সেই জল্পনায় জল ঢেলেছিলেন অর্জুন ও তার স্ত্রী সৃজা চক্রবর্তীও। একসঙ্গে নিজস্বী পোস্ট করে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন, তারা একসঙ্গেই রয়েছেন। যদিও সৃজার সাম্প্রতিকতম একটি পোস্ট জল্পনা উসকে দিয়েছে। সেখানে তিনি লিখেছেন, একমাত্র মেয়ের জন্যই জীবনে তিনি এগিয়ে চলেছেন।

এই একই পরিস্থিতি বলিউডের 'পাওয়ার কাপল' অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের মধ্যে। বহু দিন ধরে জল্পনা চলছে, ভাঙন ধরেছে বচ্চন দম্পতির মধ্যেও। বিশেষ করে আম্বানিদের বিয়ের আসরে অভিষেক ও ঐশ্বর্যর আলাদা প্রবেশ করায় এই জল্পনা ঘনীভূত হয়। গোটা পরিবার নিয়ে হাজির হন অভিষেক। একসঙ্গে পারিবারিক ছবি তোলেন। কিন্তু সেই ফ্রেমে ছিলেন না ঐশ্বর্য ও আরাধ্যা। কিছুক্ষণ পর আলাদাভাবে বিয়ের আসরে প্রবেশ করেন অভিনেত্রী। যদিও বিয়ের অন্দরমহলে একসঙ্গে বসে থাকতে দেখা যায় তাদের।

এই বিচ্ছেদের আবহের মধ্যেই আরো এক টলি অভিনেতা দাম্পত্য নিয়ে মুখ খুলেছেন। ঋষি কৌশিক সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করে দাম্পত্যে ভাঙনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। স্ত্রী দেবযানী চক্রবর্তীর নাম না করে ঋষি জানান, গত ১২ বছর ধরে তিনি সম্পর্ক মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছেন। তার কথায়, '১২ বছর আগে একটি ছেলে ও মেয়ের বিয়ে হয়। যদিও মেয়েটি ও ছেলেটির জীবনযাত্রা একেবারেই আলাদা। তা বুঝতে পেরেই নাকি মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাননি সেই ছেলে। কিন্তু নিজেকে বদলে ফেলার আশ্বাস দেন মেয়েটি। এই মর্মেই মেয়েটিকে বিয়ে করতে রাজি হন সেই ছেলে। তবে বিয়ের পর থেকে নিজেকে বিন্দুমাত্র বদলাননি তিনি, বরং মেয়েটির উন্নাসিকতা আরো বেড়েছে।'

এই বিচ্ছেদের আবহের মধ্যেই আরো এক টলি অভিনেতা দাম্পত্য নিয়ে মুখ খুলেছেন। ঋষি কৌশিক সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করে।

এ ছাড়াও দুটি ছবি পোস্ট করেন ঋষি। একটি স্ত্রী দেবযানির সঙ্গে, অন্যটি তার একার। ক্যাপশনে অভিনেতা লিখেছিলেন, 'বিষাক্ত মানুষদের বাদে পৃথিবী খুব সুন্দর।' ঋষি আরো বললেন, 'ধূমপান, মদ্যপান, রাত্রে পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে পার্টি, একেই কি বলে আধুনিকা নারী!' ঋষির এই পোস্টের পাল্টা দিয়েছেন স্ত্রী দেবযানি। তিনি বলেছেন, 'সমাজমাধ্যমে আমার স্বামীর করা কিছু পোস্ট নিয়ে আমাকে বারবার অবাঞ্ছিত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। পুরো বিষয়টি আমার কাছে অত্যন্ত কুরুচিকর, সম্মানহানিকর, আমি খুবই বিব্রত। এগুলো করার একমাত্র কারণ আমার সামাজিক সম্মানহানি করা, আমার ক্ষতি করা এবং পোস্টদাতার নিজের হীন উদ্দেশ্যসাধন।'

ছোট পর্দার অতি পরিচিত মুখ ইপ্সিতা মুখোপাধ্যায়ের বিয়েবিচ্ছেদেও অবাক তার অনুরাগীরা। অভিনেতা অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের পথে হেঁটেছেন টেলি অভিনেত্রী। অভিনেত্রীর কথায়, 'বিয়ের ছ'মাসের মাথায় বুঝতে পেরেছিলাম, অনেক কিছু ঠিক নেই। সমস্যা হচ্ছিল। তখনই সিদ্ধান্ত নিই আমরা, আইনি বিয়ে ভেঙে বেরিয়ে আসব।' বয়সের ব্যবধান থাকার জন্য ট্রোলড হয়েছেন। কিন্তু বলিউডে মালাইকা অরোরা ও অর্জুন কাপুর একাধিকবার 'কাপল গোল' তৈরি করেছেন সমাজমাধ্যমে। কিন্তু পাঁচ বছর একসঙ্গে থাকার পরে বিচ্ছেদের রাস্তা বেছে নিয়েছেন তারা। বিচ্ছেদ নিয়ে অবশ্য মুখ খোলেননি কেউই। মালাইকা ও অর্জুনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাদের বিচ্ছেদের খবর নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিচ্ছেদ হলেও নিজের মধ্যে সৌজন্য বজায় রাখবেন তারা। যদিও অর্জুনের জন্মদিনে দেখা যায়নি মালাইকাকে। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে দুজনই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এক ফ্রেমে তাদের ধরতে পারেননি ছবি শিকারিরা।

প্রেম ভেঙেছে অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডেরও। দু'বছর একসঙ্গে ছিলেন অনন্যা ও আদিত্য রায় কাপুর। একসঙ্গে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়েছিল তাদের। কিন্তু সেই প্রেমও স্থায়িত্ব পায়নি। সম্পর্ক ভাঙার পরে নাকি মন ভেঙেছিল অনন্যার। পোষ্যের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলেন। সম্প্রতি আম্বানিদের বিয়েতে মন খুলে নাচতে দেখা গিয়েছিল অনন্যাকে। নেটাগরিকের দাবি, মন থেকে সব দুঃখ ঝেড়ে ফেলতেই এমন উদ্দাম নৃত্য করছিলেন অভিনেত্রী।

এবার অধিনায়ক হয়ে ছক্কার রেকর্ড গড়লেন রোহিত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলম্বোতে টাই হওয়া ম্যাচে ৪৭ বলে ৫৮ রানের ইনিংস খেলেছেন রোহিত। ভারতীয় ওপেনার ৭টি চারের সঙ্গে মেরেছেন ৩টি ছক্কা। লঙ্কানদের বিপক্ষে চলমান সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে।

রোহিত শর্মা চলতি বছর প্রথমবারের মতো ওয়ানডে খেলতে নেমেছেন গতকাল (শুক্রবার)। এর আগে সবশেষ এই সংস্করণে ২০২৩ বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলেছিলেন। ঘরের মাঠের বিশ্বকাপে ছক্কার অনেক রেকর্ডই নিজের করে নিয়েছেন তিনি। এবার অধিনায়ক হয়ে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার কীর্তিও গড়লেন।

কলম্বোতে টাই হওয়া ম্যাচে ৪৭ বলে ৫৮ রানের ইনিংস খেলেছেন রোহিত। ভারতীয় ওপেনার ৭টি চারের সঙ্গে মেরেছেন ৩টি ছক্কা। লঙ্কানদের বিপক্ষে চলমান সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে সেই ইনিংস খেলার পথেই অইন মরগানকে ছাড়িয়ে গেছেন তিনি। অধিনায়ক হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ড এতদিন ছিল এই ইংলিশ ক্রিকেটারের। অবসরে চলে যাওয়া বাঁহাতি ব্যাটারের ১৯৮ ম্যাচে ছক্কা সংখ্যা ২৩৩। অধিনায়ক হয়ে রোহিত ১২৪ ম্যাচ খেলেই মেরেছেন ২৩৪ ছক্কা।

অধিনায়কের মুকুট পরে মাঠে নেমে আর একজন মাত্র ক্রিকেটার দুইশ ছক্কা মেরেছেন। ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ছক্কা রয়েছে ২১১টি। তালিকায় চতুর্থ স্থানে ১৭১ ছক্কা নিয়ে আছেন অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিং। তার পেছনেই ১৭০টি ছক্কা মেরে অবস্থান করছেন কিউই ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আর কোন অধিনায়কের দেড়শ ছক্কা মারার নজির নেই।

তালিকায় প্রথম পাঁচজনের মধ্যে একমাত্র রোহিত এখনো অবসর নেননি। ছক্কা মারতে পটু ভারতীয় ওপেনার আরও এগিয়ে যাবেন নিশ্চিতভাবেই।

অবশ্য ছক্কার অন্য কয়েকটি রেকর্ডেও তার রাজত্ব দিন দিন পোক্ত করছেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ছক্কার মালিক তিনি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেও এই রেকর্ডের মালিকানা বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের দখলেই রয়েছে। ওয়ানডেতেও পিছিয়ে নেই রোহিত, ছক্কার তালিকায় আছেন তৃতীয় স্থানে।

'দা হান্ড্রেড'র পুরো আসরেই খেলা হবে না বাটলারের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শেষ হয়ে গেল সব আশা। ইংল্যান্ডের একশ বলের টুর্নামেন্ট 'দা হান্ড্রেড-এ খেলতে পারবেন না জস বাটলার। পায়ের পেশির চোট থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেননি ইংল্যান্ডের সাদা বলের অধিনায়ক।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে বিদায়ের পর কিছুদিনের জন্য ক্রিকেট থেকে বিরতি নিয়েছিলেন বাটলার। পরে 'দা হান্ড্রেড' শুরুর আগে ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের হয়ে খেলার প্রস্তুতি নিতে থাকেন তিনি।

তখন অনুশীলনে পাওয়া চোটে অন্তত প্রথম ৩ ম্যাচের জন্য ছিটকে যান এই কিপার-ব্যাটসম্যান। স্ক্যান করা হলেও চোটের ধরন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু জানা যায়নি তখন। তবে শনিবার, পুরো টুর্নামেন্ট থেকেই তার ছিটকে যাওয়ার কথা জানানো হয়।

গত কয়েক বছরে আগেও পায়ের পেশির চোটে পড়েছেন বাটলার। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তান সফরে খেলতে পারেননি এই চোটে। আরও একবার এই সমস্যায় মাঠের বাইরে ছিটকে যাওয়ায় সামাজিক মাধ্যমে হতাশা প্রকাশ করেন এই বিস্ফোরক ব্যাটসম্যান।

তিনি জানান, "এই বছরের দা হান্ড্রেড খেলতে না পারায় হতাশ। টুর্নামেন্টের বাকি অংশের জন্য ম্যানচেস্টার অরিজিনালসকে শুভকামনা। যত দ্রুত সম্ভব শতভাগ সুস্থ হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছি।"

কত দিন বাটলারকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে, সেটি জানা যায়নি। তবে ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী ১১ সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগেই সুস্থ হয়ে উঠবে ৩৩ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।

বাটলারের চোটের খবরে কিটন জেনিংসের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছিলেন ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের প্রধান কোচ সাইমন ক্যাটিচ। কিন্তু পরে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় সেই আলোচনা থেমে যায় এবং লন্ডন স্পিরিটে নাম লেখান জেনিংস। এখন পর্যন্ত বাটলারের বদলি ক্রিকেটারের নাম জানায়নি ম্যানচেস্টার অরিজিনালস।

প্যারিস অলিম্পিক: ইতিহাস গড়ে দ্রুততম মানবী জুলিয়েন আলফ্রেড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মেয়েদের ১০০ মিটার স্প্রিন্ট জিতে প্যারিস অলিম্পিকের দ্রুততম মানবীর খেতাবটা নিজের করে নিয়েছেন জুলিয়েন আলফ্রেড। অলিম্পিক ইতিহাসে সেন্ট লুসিয়ার এটাই প্রথম পদক, সেটাও স্বর্ণে মোড়ানো।

ট্র্যাকে ঝড় তুলে ১০.৭২ সেকেন্ডে রেস শেষ করেন আলফ্রেড। যা জাতীয় রেকর্ডও বটে। ১০.৮৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের শা'কারি রিচার্ডসন রুপা ও ১০.৯২ সেকেন্ড নিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন স্বদেশি মেলিসা জেফারসন।

অথচ রেস শুরুর আগে অনেকেই সোনার পদক দেখছিলেন রিচার্ডসনের গলায়। আলফ্রেড এসে এভাবে চমকে দেবেন তা হয়তো কেউ ভাবেননি। অবশ্য সেমিফাইনালে রিচার্ডসনকে হারিয়েই প্রথম হন তিনি। ফাইনালে এসেও নিজের দাপট ধরে রাখেন ২৩ বছর বয়সী এই অ্যাথলেট।

এদিকে ৪*৪০০মিটার রিলেতে চমক দেখিয়েছে নেদারল্যান্ডস। হিটে বিশ্বরেকর্ডের জন্ম দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে সোনা জেতে তারা। ফিনিশিং লাইন স্পর্শ করে ৩ মিনিট ৭.৪৩ সেকেন্ডে। ব্রোঞ্জ জিতেছে গ্রেট ব্রিটেন।

ফেলপসের ২৪ বছরের রেকর্ড ভেঙে মারশঁর চতুর্থ স্বর্ণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্দান্ত ছন্দে থাকা সাঁতারু লিওঁ মারশঁ ছুটে চলেছেন অপ্রতিরোধ্য গতিতে। প্যারিস অলিম্পিকের আয়োজক ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় তারকা তুলে নিয়েছেন নিজের চতুর্থ স্বর্ণ পদক। সেই পথে কিংবদন্তি মাইকেল ফেলপসের গড়া ২৪ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙেছেন তিনি।

শুক্রবার রাতে পুলে আলোড়ন তুলে ছেলেদের ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলিতে ১ মিনিট ৫৪.০৬ সেকেন্ড টাইমিং করেন মারশঁ। ইভেন্ট চলাকালীন ২২ বছর বয়সী তারকাকে প্রবল গর্জনে সমর্থন দিয়ে যান স্বাগতিক দেশের ভক্ত-সমর্থকরা।

অলিম্পিকের একটি নির্দিষ্ট আসরে চারটি সোনা জেতা ফ্রান্সের প্রথম অ্যাথলেট মারশঁ। অনন্য অর্জনের পর উযাদপনের সময় ডান হাতের চার আঙুল উঁচিয়ে ধরেন তিনি। তাকে 'নতুন ফেলপস' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফেলপস নিজেও এতে দ্বিমত করেননি।

সোনা জেতার পাশাপাশি মারশঁ গড়েছেন নতুন অলিম্পিক রেকর্ড। তার পেছনে পড়ে গেছেন সর্বকালের সেরা সাঁতারু খ্যাত ফেলপস। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক তারকা ২০০৮ সালের বেইজিং অলিম্পিকে ১ মিনিট ৫৪.২৩ সেকেন্ড টাইমিং করেছিলেন।

বিশ্বরেকর্ড গড়ারও খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন মারশঁ। থেমেছেন মাত্র ০.০৬ সেকেন্ড দূরে। ছেলেদের ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলির রেকর্ড যুক্তরাষ্ট্রের রায়ান লকটির দখলে। তিনি ২০১১ সালে ১ মিনিট ৫৪ সেকেন্ড সময় নিয়েছিলেন। সর্বকালের সেরা টাইমিংয়ের তালিকায় এখন লকটির পরেই মারশঁর অবস্থান।

এই ইভেন্টে ১ মিনিট ৫৫.৩১ সেকেন্ড সময় নিয়ে রুপা জিতেছেন গ্রেট ব্রিটেনের ডানকান স্কট। আর চীনের ওয়াং শান ব্রোঞ্জ জিতেছেন ১ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড টাইমিং করে।

মারশঁ এবারের অলিম্পিক শুরু করেন ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলিতে সোনা জিতে। এরপর ২০০ মিটার বাটারফ্লাই ও ব্রেস্টস্ট্রোকে সোনা জেতেন তিনি। এবার ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলিতে সেরা হওয়ার পর শনিবার আরেকটি সোনার জন্য ৪x১০০ মিটার মেডলি রিলেতে সতীর্থদের সঙ্গে পুলে নামবেন তিনি।

দল ঘোষণা উইন্ডিজের, ফিরলেন রোচ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চোট কাটিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট দলে ফিরেছেন অভিজ্ঞ ফাস্ট বোলার কেমার রোচ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে আরেক পেসার ও সহ-অধিনায়ক আলজারি জোসেফকে।

ঘরের মাঠে দুই টেস্টের সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের দল দিয়েছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জোসেফের অনুপস্থিতিতে সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন কিপার-ব্যাটসম্যান জশুয়া দা সিলভা।

কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার সময় হাঁটুতে পাওয়া চোটের কারণে সবশেষ টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে পারেননি ৩৬ বছর বয়সী রোচ। ওই সিরিজে ইংলিশ পেসার মার্ক উডের বলের আঘাতে বাম হাতের হাড় ভেঙেছিল কেভিন সিনক্লেয়ারের। এখনও সেরে না ওঠায় আসছে সিরিজের দলে নেই এই অফ স্পিনিং অলরাউন্ডার।

দলে ডাক পেয়েছেন অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা অফ স্পিনার ব্রায়ান চার্লস। ফিরেছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার জাস্টিন গ্রিভস ও বাঁহাতি স্পিনার জোমেল ওয়ারিক্যান। ইংল্যান্ড সফরের দলে ছিলেন না এই দুইজন। ৩-০তে হোয়াইটওয়াশড হওয়া ওই সিরিজের দল থেকে এবারের দলে আরও নেই জেরেমিয়া লুইস, জ্যাকারি ম্যাককাস্কি, কার্ক ম্যাকেঞ্জি ও আকিম জর্ডান। হ্যামস্ট্রিং চোটে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ টেস্ট থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল লুইসকে। তার বদলি হিসেবে ডাক পেয়েছিলেন জর্ডান। সিরিজে ছয় ইনিংসে মাত্র ৩৩ রান করতে পারেন ম্যাকেঞ্জি। অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড সফরে দলে থাকলেও ম্যাককাস্কির এখনও অভিষেক হয়নি।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বর্তমান চক্রে সাত ম্যাচের মাত্র একটি জিতে টেবিলের তলানিতে আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজটি তাদের টেবিলে ওপরের দিকে ওঠার সুযোগ। ত্রিনিদাদের পোর্ট অব স্পেনে আগামী বুধবার শুরু হবে প্রথম টেস্ট। গায়ানার প্রভিডেন্সে দ্বিতীয় টেস্ট ১৫ অগাস্ট থেকে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্কোয়াড: ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট (অধিনায়ক), জশুয়া দা সিলভা (সহ-অধিনায়ক), আলিক আথানেজ, কেসি কার্টি, ব্রায়ান চার্লস, জাস্টিন গ্রিভস, জেসন হোল্ডার, কাভেম হজ, টেভিন ইমলাখ, শামার জোসেফ, মিকাইল লুইস, গুডাকেশ মোটি, কেমার রোচ, জেডেন সিলস, জোমেল ওয়ারিক্যান।

প্যারিস অলিম্পিক: উগান্ডাকে সোনা এনে দিলেন চেপতেগেই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ছেলেদের অ্যাথলেটিকসে ১০ হাজার মিটার ইভেন্টে সোনার পদক জিতছেন উগান্ডার জোশুয়া চেপতেগেই। ইথিওপিয়া দলের সব কৌশল ভন্ডুল করে দিয়েছেন তিনি।

চেপতেগেই ২৬ মিনিট ৪৩.১৪ সেকেন্ডে ফিনিশ লাইন ছুঁয়ে অলিম্পিক রেকর্ডও গড়েছেন। আগের রেকর্ড ছিল ইথিওপিয়ার কেনেনিসা বেকেলের; ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিকে এই ইভেন্টে দৌড় শেষ করতে ২৭ মিনিট ১.১৭ সেকেন্ড সময় নিয়েছিলেন তিনি।

ছেলেদের অ্যাথলেটিকসে ১০ হাজার মিটার ইভেন্টে বিশ্ব রেকর্ডটা (২৬ মিনিট ১১ সেকেন্ড) চেপতেগেইরই। এবার অলিম্পিক রেকর্ডও গড়লেন। তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এই দৌড়বিদ ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে রুপা জিতেছিলেন। এবার অলিম্পিক রেকর্ডের সঙ্গে সোনা জয়ের আক্ষেপও ঘোচালেন। প্যারিস অলিম্পিকে এটাই উগান্ডার প্রথম পদক। ২৬ মিনিট ৪৩.৪৪ সেকেন্ড সময় নিয়ে কাল এই ইভেন্টে রুপা জিতেছেন ইথিওপিয়ার বেরিহু আরেগায়ি। তাঁর চেয়ে মাত্র ০.০২ সেকেন্ড পর ফিনিশ লাইন স্পর্শ করে ব্রোঞ্জ জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রান্ট ফিশার।

উগান্ডাকে সোনার পদক এনে দেওয়ার পর ২৭ বছর বয়সী চেপতেগেই জানিয়েছেন, বেইজিংয়ে বেকেলেকে রেকর্ড গড়তে দেখেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন তিনি, 'তরুণেরা জীবনে যা অর্জন করতে চায়, তা অর্জন করাই তাদের স্বপ্ন। ১৬ বছর আগে বেইজিংয়ে গ্রেট কেনেনিসা বেকেলেকে জিততে দেখেছি। তখন থেকেই এটা আমার হৃদয়ে লালন করেছি। আমি বলেছিলাম, কোনো না কোনো দিন আমি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হব।'

ম্যাকিনটশের তৃতীয় স্বর্ণ জয়, যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বরেকর্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্যারিস অলিম্পিকে দলগতভাবে না হলেও ব্যক্তিগত লড়াইয়ে স্বপ্নের মতো সময় কাটাচ্ছেন সামার ম্যাকিনটশ। একের পর এক সাফল্য পাচ্ছেন তিনি। এবার ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মিডলেতে অলিম্পিক রেকর্ড গড়ে সোনা জিতলেন এই সাঁতারু। যা এবারের আসরে তার তৃতীয় সোনা। এতে ৪ গুণিতক ১০০ মিটার রিলেতে বিশ্বরেকর্ডই সৃষ্টি করে যুক্তরাষ্ট্র। ভাঙে গত আসরে গড়া গ্রেট ব্রিটেনের রেকর্ড।

অষ্টম দিনে সাঁতারে পদক লড়াইয়ের শুরুটা হয় ছেলেদের ১০০ মিটার বাটারফ্লাই ইভেন্ট দিয়ে। ৪৯.৯০ সেকেন্ড সময় নিয়ে যেখানে স্বর্ণ জেতেন হাঙ্গেরীর ক্রিস্তোফ মিলাক। রুপা ও ব্রোঞ্জ পান কানাডার দুই সাঁতারু জশ লিয়েন্দো ও ইলিয়া খারুন।

এরপর ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মিডলেতে ৮ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভাঙেন ম্যাকিনটশ। ২০১৬ রিও অলিম্পিকে ২ মিনিট ৬.৫৮ সেকেন্ডে এই ইভেন্ট শেষ করেছিলেন হাঙ্গেরী কাতিঙ্কা হোসজু। তাকে ছাপিয়ে ম্যাকিনটশ সময় নেন ২ মিনিট ৬.৫৬ সেকেন্ড। তাতে কানাডার প্রথম অলিম্পিয়ান হিসেবে এক আসরে তিনটি সোনা জয়ের কীর্তি গড়লেন তিনি। ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ৮ মিনিট ১১.০৪ সেকেন্ড টাইমিংয়ে স্বর্ণ জেতেন যুক্তরাষ্ট্রের কেটি লেডেকি। তার স্বদেশি পেইজ ম্যাডেন পান ব্রোঞ্জের দেখা। রুপা জেতেন অস্ট্রেলিয়ার আরিয়ারনে টিটমাস।

ব্যক্তিগত চার ইভেন্টের চারটিতেই রেকর্ড গড়ে স্বর্ণ জেতা লিও মার্শা আজ পুলে নেমেছিলেন আরেকটি সফলতার খোঁজে। কিন্তু ৪*১০০ মিটারে মিডলেতে কোনো পদকই পায়নি তার ফ্রান্স। যেখানে ৩ মিনিট ৩৭.৪৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়ে যুক্তরাষ্ট্র। গত আসরে তাদের চেয়ে ০.১৫ সেকেন্ড বেশি সময় নিয়েছিল গ্রেট ব্রিটেন। এবার পদক মঞ্চে থাকতে পারেনি তারা। এশিয়ান রেকর্ড গড়ে চীন রুপা ও ওশেনিয়ান রেকর্ড গড়ে ব্রোঞ্জ পায় অস্ট্রেলিয়া।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR